দৈনিক ইনকিলাব

শিক্ষায় স্বতন্ত্র ধারা ও অনন্য অগ্রযাত্রা

প্রিপারেটরী বিদ্যালয় থেকে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি

ঢাকার শিক্ষাঙ্গনগুলো যখন নানাবিধ রাজনৈতিক হট্টগোলে বিপর্যস্ত। অস্থির ক্ষয়িষ্ণু সময় ও পারিপার্শ্বিক প্রতিবন্ধকতা ডিঙ্গিয়ে কয়েকজন উচ্চশিক্ষিত নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষানুরাগী ব্যক্তির আন্তরিক প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠা মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় একাধিকবার জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠের মর্যাদা অর্জনের পর এখন তারা একটি আধুনিক স্বয়ংসম্পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়নে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে উপনীত। বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির বয়স এখনো দ্বিতীয় বছর অতিক্রম না করলেও এরই মধ্যে তাদের পূর্ববর্তী সাফল্যের ধারা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে। শিক্ষার পরিবেশ, আধুনিক গবেষণাগার ও কম্পিউটার ল্যাবসহ উন্নত ও সুপরিসর অবকাঠামো এই প্রত্যাশাকে পল্লবিত করবে বলে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রত্যাশা। বিদ্যালয়ের উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠাতা কাজী আজহার আলীর ২৬ বছরের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা ও সাফল্যের পরিণতি বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর এর দায়িত্ব পালন করছেন কাজী আজহার আলী নিজেই।

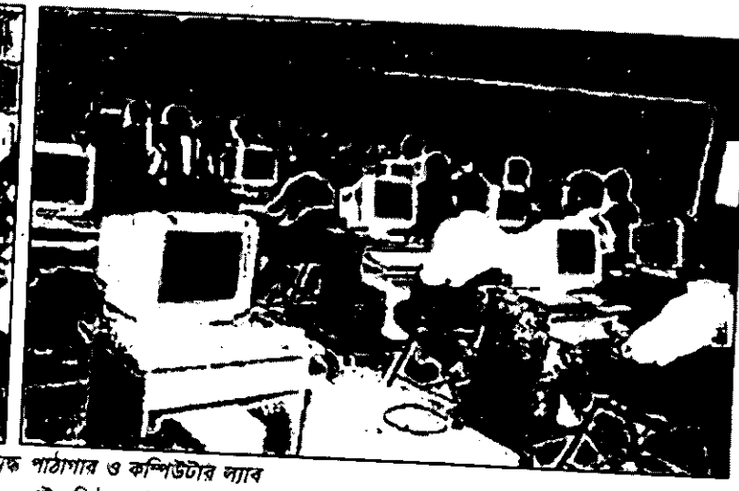

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির সমৃদ্ধ পাঠাগার ও কম্পিউটার ল্যাব

প্রতিষ্ঠার ধারাবাহিকতা ঃ

কতিপয় নিঃস্বার্থ ও নিবেদিতপ্রাণ সমাজকর্মী '৭০-এর দশকে স্বাধীনতা-উত্তর পরিস্থিতি মোকাবিলা করে সন্তান-সন্ততির উন্নতমানের শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। গত ২৬ বছরে ধীরে ধীরে এ স্বপ্ন বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে। তারই ফলশ্রুতিতে মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় দেশের শিক্ষাঙ্গনে একটি বিশেষ আসন দখল করতে সক্ষম হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের উন্নতমানের শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে আধুনিক ইমারত, বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরী, বিশাল অডিটোরিয়াম, ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থা, সমৃদ্ধ লাইব্রেরী ও অন্যান্য বহুবিদ ব্যবস্থা আছে। গত ২৬ বছরে এই প্রতিষ্ঠানের ক্রমবিকাশ ঘটেছে। প্রিপারেটরী পর্যায় থেকে প্রথমে মাধ্যমিক পর্যায়ে উন্নীত করা হয়। ১৯৯৩ সালে কলেজ সেকশন খোলা হয়। এই ক্যাম্পাসে ২০০১ সালে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির ক্লাস শুরু হয়।

এই প্রতিষ্ঠানের উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, স্বচ্ছ এবং নির্মল পরিবেশে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উন্নতমানের শিক্ষার জন্য সদা সচেষ্ট এবং জাগ্রত। এজন্য উপযুক্ত শিক্ষক/শিক্ষয়িত্রী নিয়োগের ব্যবস্থা আছে। রাজনীতি এবং বাইরের প্রভাবমুক্ত রাখার জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা ও পদক্ষেপ নেয়া হয়।

সরকারী সাহায্যমুক্ত এই প্রতিষ্ঠান একটি মডেল হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। এসবের স্বীকৃতি হিসাবে ১৯৯৩ ও ২০০০ সালে এই প্রতিষ্ঠান Best School Award বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে পায়। বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষা যথা ঃ প্রাইমারী বৃত্তি, জুনিয়র বৃত্তি এবং এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় স্ট্যান্ড করাসহ অত্যন্ত ভাল পরীক্ষার ফল অর্জনে এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীগণ সক্ষম হয়েছে।

এসবের ধারাবাহিকতা হিসাবে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৯৯৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস শুরু করার জন্য প্রকল্প তৈরী করে সরকারী অনুমোদন লাভের জন্য আবেদন করে। দীর্ঘ ৫ বছর চেষ্টার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস শুরু করার জন্য ২০০১ সালে সরকারী অনুমোদন পাওয়া যায়। ঐ বছর নভেম্বর মাসে কম্পিউটার সায়েন্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বিবিএ ক্লাস শুরু হয়। এই প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পর্যায়ে ভাইস চ্যান্সেলর, ট্রেজারার ও রেজিস্ট্রার বিনা বেতনে স্বেচ্ছাশ্রম দান করছেন।

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটিতে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিভিন্ন আকর্ষণীয় সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে। এ ইউনিভার্সিটির নিজস্ব ৪ তলা ভবনে রয়েছে সমৃদ্ধ পাঠাগার, পর্যাপ্তসংখ্যক কম্পিউটার ও আধুনিক ল্যাবরেটরী। সবচেয়ে আকর্ষণীয় হল এখানে শিক্ষার উপযোগী রাজনীতিমুক্ত অনুকূল ও সহায়ক পরিবেশ।

এ ইউনিভার্সিটিতে উন্নতমানের আধুনিক শিক্ষাদানের জন্য আমেরিকার বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় এবং ফিলিপাইন ও ভারতের উচ্চ ডিগ্রীধারী শিক্ষকবৃন্দ নিরলসভাবে চেষ্টা করেন। ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রশস্ত ক্লাস রুম, আধুনিক লাইব্রেরী, উন্নতমানের কম্পিউটার ও ডিজিটাল ল্যাব এবং শৃঙ্খলাসহ পড়ালেখার পরিবেশ বিদ্যমান।

❑ শিক্ষাঙ্গন রিপোর্ট